মেহেরপুরে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরে বসত বাড়ির দ্বিতীয় তলা নির্মাণ কাজে বাঁধা দেওয়ায় সংবাদ সম্মেলনের প্রতিবাদে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করেছে নুর ইসলাম নামের এক ব্যক্তি। আজ রবিবার সকাল ১০টার দিকে তার নিজ বাড়ির সামনে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। নুর ইসলাম নতুন শেখ পাড়ার বাসিন্দা।

নুর ইসলাম তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, গত ২১ আগষ্ট আমার নামে বাড়ি নির্মাণ কাজে বাঁধা দেওয়ার অভিযোগ এনে সংবাদ সম্মেলন করে শারমিন সুলতানা নামের এক নারী। শারমিন সুলতানা আমার সম্পর্কে সাংবাদিকদের যে তথ্য দিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন তা মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা বলেছে।

শারমিন, লিপি আক্তার, মিঠুন এবং রিমা খাতুন আমাকে হুমকি-ধামকি দেয়। রিমা বলে, আমাদের পরিবারে আমার স্বামী, ভাই, দুলাভাই, চাচাসহ অনেকে পুলিশে চাকরি করে। সেজন্য তারা ক্ষমতা দেখায়। শারমিনের স্বামী মিঠুন ফেসবুকে বিভিন্ন সময় আপত্তিকর বক্তব্য প্রচার করে যা মানহানিকর।

তারা পৌরসভার প্লান মোতাবেক বাড়ি নির্মাণ না করাই পৌরসভাতে আমি লিখিত অভিযোগ করি। অভিযোগ করার কারণে তারা আমাকে হুমকি-ধামকি দেয় এবং গালিগালাজ করে। এছাড়াও তার আত্মীয় স্বজন পুলিশে চাকরি করে এবং আমাকে দেখে নেবে বলেও হুমকি দেয়। এ বিষয়ে আমি সদর থানায় একটি জিডি করি। যার নং-১৫৭৮।

পৌরসভা আমাদের উভয়পক্ষকে মীমাংসার জন্য ডাকে কিন্তু তারা পৌরসভার আদেশ অমান্য করে বাড়ি নির্মাণ কাজ শুরু করে। অবশেষে আমি বিজ্ঞ আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করি। আদালত থানার মাধ্যমে ১৪৫ ধারা জারি করে। আদালত নির্দেশ দেয় মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকবে। পরে সদর থানার এসআই দেবদাস মন্ডল এসে নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয়। তার বাড়ি নির্মাণ করার সময় বাড়ির পিলার সঠিক জায়গায় থাকলেও উপরের ছাদ ১৮ ইঞ্চি বাড়িয়ে দিয়েছে। যা আমার সীমানার কাছাকাছি চলে এসেছে।

আমি এই ঘটনার সুষ্ঠ সমাধান চাই এবং আদালতের মাধ্যমে এর সমাধান

চাই। আদালত যে সিদ্ধান্ত দেবে সেটিই আমি মেনে নেব।

অস্ট্রেলিয়ায় কাউন্সিলর পদে লড়ছেন মেহেরপুরের মাসুম বিল্লাহ

‘আমরা মাসুম ভাইকে নিয়ে গর্বিত যে বাংলাদেশী একজন প্রবাসে এসে অস্ট্রেলিয়ার মধ্যবর্তী একটা শহরে বাংলাদেশী কম হওয়ার পরেও তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।আমরা আনন্দিত এবং তার সফলতা কামনা করছি।’ অস্ট্রেলিয়ায় কাউন্সিলর পদে লড়ছেন মেহেরপুরের মাসুম বিল্লাহ।

অস্ট্রেলিয়ার ঐতিহ্যবাহী শহর নর্দান টেরিটোরির এলিস স্প্রিংস এর স্থানীয় সরকার নির্বাচনে কাউন্সিলর পদপ্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশী সাংবাদিক ও ব্যবসায়ী মাসুম বিল্লাহ। এই নির্বাচনে শহরটিতে বসবাসরত প্রথম কোনো প্রবাসী বাংলাদেশী এবং মুসলিম প্রার্থী যিনি কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

মাসুম বিল্লাহ বাংলাদেশের ঐতিহাসিক জেলা মেহেরপুর শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ড নতুন পাড়ার বাসিন্দা। তার বাবা একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। চার বোন ও তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনি চতুর্থ।

সাংবাদিক ও ব্যবসায়ী মাসুম বিল্লাহ অস্ট্রেলিয়ার প্রবাসী বাংলাদেশী এবং মুসলিম কমিউনিটির কাছে খুব পরিচিত একটি মুখ। তিনি টাউন কাউন্সিল নির্বাচনে সিটি কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় স্থানীয় বাংলাদেশী এবং মুসলিম কমিউনিটি বেশ উচ্ছ্বসিত।

এলিস স্প্রিংস মুসলিম কমিউনিটির সভাপতি সাইদ মালিক বলেন, ‘আমাদের মুসলিম কমিউনিটি থেকে প্রথম প্রার্থী হিসেবে মাসুম বিল্লাহ কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এজন্য আমরা আনন্দিত এবং আমরা সর্বাত্মক সহযোগিতা করছি তাকে নির্বাচনে বিজয়ী করার জন্য।’

প্রবাসী বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা মাসুম ভাইকে নিয়ে গর্বিত যে বাংলাদেশী একজন প্রবাসে এসে অস্ট্রেলিয়ার মধ্যবর্তী একটা শহরে বাংলাদেশী কম হওয়ার পরেও তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আমরা আনন্দিত এবং তার সফলতা কামনা করছি।’

জাহিদ মালেক বলেন, ‘সবসময় আমরা ভোট দেই অন্যদেরকে, কিন্তু এবার প্রথম আমাদের নিজস্ব প্রার্থী হওয়াতে আমরা নিজেদের প্রার্থীকে ভোট দিচ্ছি এবং অন্যদের কাছে ভোট চাচ্ছি ও ভোটের প্রচারণা চালাচ্ছি। আমরা আশা করছি আমাদের সফলতা আসবে।’

কাউন্সিলর প্রার্থী মাসুম বিল্লাহ বলেন, ‘আমি যদি নির্বাচিত হই তাহলে স্থানীয় ও প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কাজ করবো। প্রবাসী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মিলেমিশে থাকার পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করবো এবং বাংলাদেশের সাথে আমাদের অস্ট্রেলিয়ার এই শহরের একটা সিস্টার কনসার্ন কানেকশন করার চেষ্টা করবো।’

মাসুম জানান, তার প্রধান অগ্রাধিকার থাকবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করা, জলবায়ু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা এবং এলিস স্প্রিংস শহরের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রক্ষা করে বাসযোগ্য শহর হিসেবে গড়ে তোলা।

উল্লেখ্য, গত ১১ আগস্ট থেকে শুরু হয়েছে এলিস স্প্রিংস এর স্থানীয় সরকার নির্বাচন, নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষ হবে ২৩ আগস্ট। শহরটিতে মোট ভোটার সংখ্যা ১৮ হাজার। এবার সাতজন প্রার্থী মেয়র পদে এবং ২৫ জন প্রার্থী কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে একজন মেয়র পদে এবং আটজন কাউন্সিলর পদে নির্বাচিত হবেন।

১৫ আসামির ৯ জন খালাস, ৬ জনের জেল-জরিমানা

মেহেরপুরের বহুল আলোচিত হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ডের একটি মামলায় (পর্ণগ্রাফি) ৬ আসামিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও জরিমানা দিয়েছে আদালত। আজ রোববার দুপুর ২টার দিকে মেহেরপুরের অতিরিক্ত

চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নাসির উদ্দিন ফরাজী এ রায় প্রদান করেন।

রায়ে নাজনিন খান প্রিয়া, হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন এবং সহযোগী শাহজাহানকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি প্রত্যেককে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া নেহাল ও জয়কে ছয় বছরের কারাদণ্ড ও সমপরিমাণ অর্থদণ্ড দেয়া হয়। তবে আসামি জয় এখনও পলাতক রয়েছেন।

মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে চার্জশিটভুক্ত অন্য আসামিদের অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাদের বেকসুর খালাস দেন। খালাসপ্রাপ্তরা হলেন, ছন্দা খাতুন, আবু আক্তার করণ, তুহিন অরন্য, রেক্সনা, নিলুফার ইয়াসমিন রুপা, বর্ষা খাতুন, নুসরাত, সুমন রহমান বিমান, বিপাশা খাতুন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ও পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট সাইদুর রাজ্জাক রায়ের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, “সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই বিজ্ঞ বিচারক দোষীদের শাস্তি দিয়েছেন। রায়টি দৃষ্টান্তমূলক হয়েছে। এতে রাষ্ট্রপক্ষ সন্তুষ্ট। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হলো, অপরাধ করলে কেউ ছাড় পায় না। মেহেরপুরের মানুষ ন্যায় বিচার পেয়েছে।”

মামলার বিবরণে জানা গেছে, গত বছরের ২২ নভেম্বর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের এনজিও কর্মী মনোয়ার হোসেন বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় এ মামলা দায়ের করেন (মামলা নং-৩২)। মামলায় মূল আসামি করা হয় নাজনীন খান ওরফে প্রিয়া খানকে। তাকে গ্রেপ্তারের পর আদালতের অনুমতি নিয়ে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করলে বেরিয়ে আসে একটি সংঘবদ্ধ প্রতারণা ও ব্ল্যাকমেইল চক্রের চিত্র।

তদন্তে জানা যায়, প্রিয়া খান ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে হোটেল আটলান্টিকায় নিয়ে যেতেন। সেখানে গোপনে অনৈতিক সম্পর্কের ভিডিও ধারণ করে পরে তা প্রকাশের ভয় দেখিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করা হতো। এ ঘটনায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুনসহ একাধিকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলায় ১৭ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেছিলেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। ১৭ জনের মধ্যে আসামি মিজানুর রহমান জনি ও আব্দুস সালাম মামলা চলাকালীন সময়ে মারা যান।

মেহেরপুরে সদর উপজেলা বিএনপি’র নবনির্বাচিত সভাপতিকে সংবর্ধনা

মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপি’র নবনির্বাচিত সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদকে সংবর্ধনা জানিয়েছে শ্যামপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি। গতকাল শনিবার বিকেল পাঁচটায় শ্যামপুর ক্লাব বাজার প্রাঙ্গণে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

শ্যামপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি ফজলুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক ও সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব এ বাকা বিল্লাহ, শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র নেতা সোহরাব হোসেন, বিএনপি নেতা হাজী আবুল হাসেম, বিএনপি নেতা পাঞ্জাব হোসেন ও বিএনপি নেতা আমিজুর রহমান।

জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনির সঞ্চালনায় এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, আমদহ ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক সাব্বির হোসেন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক ফরিদ উদ্দিন, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহমুদ সানি, বিএনপি নেতা শামসুর রহমান সুইট, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য ফুর্তি হাসান সহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

বক্তারা নবনির্বাচিত সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদকে অভিনন্দন জানিয়ে বিএনপিকে আরও শক্তিশালী ও তৃণমূলমুখী করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে

ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিসহ

গ্রেফতার ৬

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিসহ ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার রাত থেকে আজ শনিবার ভোর পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামিরা হলেন, বন্দর মধ্যপাড়ার মোঃ রজব আলীর ছেলে মোঃ হাসানুল ওরফে হাসা (৪৪), ক্যাশবপাড়ার মোঃ খোদা বক্সের ছেলে মোঃ সোহেল রানা (৪২), আমঝুপির খোদাবক্রের ছেলে মোঃ আঃ করিম, রাধাকান্তপুর গ্রামের মোঃ মোকলেছুর রহমানের ছেলে মোঃ হাসান আলী (৩৪), ক্যাশবপাড়ার মৃত সুমন মন্ডলের ছেলে খাজা মইন উদ্দিন তিস্ত ওরফে মহিত (২৫/২৬) ও নতুন শেখ পাড়ার মোঃ মইনুল হোসেনের ছেলে রোকনুজ্জামান ওরফে রোকন (২৭)।

গ্রেফতারকৃত আসামিদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

মেহেরপুরে বিএনপির

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের প্রস্তুতি

সভা

বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও আসন্ন মেহেরপুর জেলা দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের প্রস্তুতি এবং জেলার ৫টি ইউনিটসহ তৃণমূল স্তরের কর্মকাণ্ডের সার্বিক মূল্যায়ন উপলক্ষে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২৩ আগস্ট) সকাল ১১টার দিকে মুজিবনগর পর্যটক মোটেল কমপ্লেক্সে এ সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপি আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন। সভা পরিচালনা করেন জেলা বিএনপি সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা বিএনপির সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান ছাতু, আনছার উল হক, খাইরুল বাশার, জাকির হোসেন, মীর ফারুক, আবু সালেহ নাসিম, রোমানা আহম্মেদ, রেজাউল হক প্রমুখ।

এছাড়াও এসময় মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান, সদর উপজেলা বিএনপির, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক সোহরাব হোসেন, হামিদ খান গাজু, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক আবদাল হক, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, সাংগঠনিক সম্পাদক মীর জাহাঙ্গীর আলম, আবু ইউসুফ মিরন, গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক শাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

সভায় আগামী প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও সম্মেলন সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি মেহেরপুর জেলা শাখার সম্মেলন

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) মেহেরপুর জেলা কমিটির ৭ম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার বেলা ১২ টার দিকে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সভাপতি কমরেড জালাল উদ্দীন।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিবি কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক কমরেড লুনা নূর এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সংগঠক কমরেড ইদ্রিস আলী।

জেলার সকল কমরেডদের উপস্থিতিতে পার্টির আসন্ন জাতীয় কংগ্রেসের জন্য তিনজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। তারা হলেন কমরেড মো: শহিদুল ইসলাম কানন, অ্যাডভোকেট মোহা: মিজানুর রহমান ও মো: সিদ্দিকুর রহমান।

একই সঙ্গে ১১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন জেলা কমিটি গঠন করা হয়। এতে সভাপতি হয়েছেন মো: মোশারফ হোসেন (মুসা করিম), সাধারণ সম্পাদক মো: শহিদুল ইসলাম কানন, সহ-সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মোহা: মিজানুর রহমান।
সদস্যরা হলেন সিদ্দিকুর রহমান, মহামুদুল হক, রফিক উদ্দীন, মুখলেছুর রহমান, হাবিবুর রহমান, শহিদুল ইসলাম, জালাল উদ্দীন এবং মহাদেব সাহা।

কাঁচা রাস্তায় দুর্ভোগ-গাংনী ঝোরপাড়া গ্রাম

“কাঁদা মাড়িয়ে প্রতিদিনই চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নের ঝোরপাড়া গ্রামের সহাস্রাধিক মানুষকে। জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের কাছ থেকে আশ্বাসের বাণী মিলেছে

বহুবার, কিন্তু মেলেনি একটি পাকা রাস্তা।” জানা গেছে, “দীর্ঘদিন ধরে মাত্র চার কিলোমিটার সড়কটি পাকাকরণের দাবিতে জনপ্রতিনিধি ও গাংনী উপজেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন গ্রামবাসি।

কিন্তু আশ্বাসেই আটকে আছে ঝোরপাড়া গ্রামের রাস্তা উন্নয়নের সেই প্রতিশ্রুতি। ঝোড়পাড়া গ্রামের সহস্রাধিক মানুষ রাস্তার কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। ”কাঁদার কারণে বিদ্যালয়ে যেতে পারছে না এই গ্রামের শতাধিক শিক্ষার্থী। ফসল ঘরে তুলতেও ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে কৃষকদের। এলাকাবাসির জানান, রাস্তাঘাটের এই দুরবস্থার কারণে অসুস্থ মানুষকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়াও সম্ভব হচ্ছে না।”

দীর্ঘদিন জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের কাছে ঘুরে কোনো কাজ হয়নি তাদের। একারণে “আজ শুক্রবার বিকেলে একটি পাকাপাকা রাস্তার দাবিতে মানববন্ধন করেন স্থানীয়রা। এসময় প্রতিবাদ জানাতে সড়কের ওপরেই ধান রোপণ করেন তারা।

স্থানীয়রা জানান, আমরা বারবার বলছি, ধর্ণা দিচ্ছি, কিন্তু এখনো কোনো কাজ হয়নি এই রাস্তায় হাঁটাচলা করা আমাদের জন্য একেবারেই কষ্টকর।” ঝোড়পাড়া গ্রামের সায়েম হোসেন বলেন, “আমরা বারবার ধর্ণা ধরেছি কোনো কাজ হয়নি। রাস্তা না হওয়ার কারণে চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। রাস্তাটি পাকা করণের জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে জরিপ করে একটি আইডি (যার নং ২৫৭৪৭৫২২৬) অথচ, রাস্তাটি নির্মাণ করা হয়নি। তিনি অভিযোগ করে বলেন, তৎকালিন সময়ে রাস্তাটি পাকাকরণের জন্য অর্থ বরাদ্দ হলেও ফ্যাসিস্ট আওয়ামীলীগের এমপি ও স্থানীয় কয়েকজন নেতা রাস্তার বরাদ্দ কেটে নিয়ে অন্য স্থানে রাস্তা নির্মাণ করেছে।

অথচ, এই রাস্তাটি দিয়ে এলাকার ৪/৫ টি গ্রামের মানুষ যাতায়াত করে থাকেন। তাদের ফসল তোলা থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল কাজ করে থাকেন। স্কুল ছাত্রী আসমানি খাতুন ও ইরানী জানান, “রাস্তায় কাদার কারণে আমাদের স্কুলে যাওয়া হয় না, কাঁদা মাড়িয়ে যেতে পারি না। আমাদের পোশাক ও বই খাতা ভিজে যায়।রাস্তাটি পাকা করে আমাদের দুর্ভোগ কমানোর জন্য সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছি।

আহমেদ আলী ও রবগুল হোসেন নামের দুই ব্যক্তি জানান “বয়স ৯০ বছর হয়ে গেছে, ৮ জন এমপি পার করেছি। কেউ আমাদের দেখেনি। এই রাস্তাটি নিয়ে বেচাকেনা হয়েছে শুধু। আমরা বার বার তাদের কাছে আবেদন করেছি। আমাদের আবেদন তাঁদের কাছে তুচ্ছই থেকেছে। এবার ভোট চাইতে আসলে

তাদের সেই জবাব দেওয়া হবে।”

রমেলা খাতুন ও জাহানারা ভানু নামের দুজন নারী জানান, “রাস্তার কারণে রোগী হলে নিয়ে যেতে পারিনি। ভ্যান গাড়িও আসেনা। মাঠের আবাদ পানি তুলতে পারিনি। ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠানো যায়না। আমরা বৃদ্ধদের নিয়ে বড় সমস্যায় আছি। এই গ্রামের মেয়েদের শুধু রাস্তার কারণে বিয়ে পর্যন্ত হতে চাইনা।”

গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নের ঝোরপাড়া গ্রামে কেবলমমাত্র একটি রাস্তা না থাকায় প্রায় সহস্রাধিক মানুষ বছরের পর বছর ধরে এমন দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছেন। কবে মিলবে আশ্বাসের বাইরে বাস্তব উন্নয়ন সেই প্রশ্নই এখন স্থানীয়দের।”

মেহেরপুরে সবজি-মুরগির দামে ওঠানামা, মাছের দাম স্থিতিশীল

মেহেরপুরের পাইকারি ও খুচরা বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় সবজি, মুরগি ও মাছের দামে নানা রকম ওঠানামা দেখা গেছে। বর্ষার কারণে বাজারে সরবরাহ কমে যাওয়ায় বেশ কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়েছে বলে জানিয়েছে ব্যবসায়ীরা।

পাইকারি বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় আলুর দাম বেড়ে কেজি ২০ টাকায় উঠেছে, যা গত সপ্তাহে ছিল ১৬ টাকা। পেঁয়াজ ও রসুনের দাম অপরিবর্তিত থেকে যথাক্রমে ৭০ ও ৮০ টাকায় রয়েছে। বেগুনও ৭০ টাকা কেজিতে অপরিবর্তিত রয়েছে। আদার দাম স্থিতিশীল থেকে কেজি ১৬০ টাকা। তবে শশার দাম ৩০ টাকা থেকে বেড়ে ৭০ টাকায় উঠেছে।

মুরগির মধ্যে ব্রয়লার মুরগির পাইকারি দাম বেড়ে ১৭০ টাকায় উঠেছে, সোনালী মুরগির দাম কমে ২৭৫ টাকায় নেমেছে এবং লেয়ার মুরগি কেজি ২৮৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

খুচরা বাজারে আলুর দাম কমে ২০ টাকায় নেমেছে, যা গত সপ্তাহে ছিল ২৩ টাকা। পেঁয়াজ ৮০ টাকা থেকে কমে ৭০ টাকায়, রসুন ৮০ থেকে ৭০

টাকায়, কাঁচা মরিচ ২৪০ থেকে ১৮০ টাকায় নেমেছে। তবে শশার দাম ৬০ থেকে বেড়ে ৮০ টাকায় উঠেছে।

পটল ৫০ থেকে বেড়ে ৬০, ঢেঁড়স ৫০ থেকে কমে ৪০, কলা ৭০ থেকে কমে ৬০ এবং পেঁপে ২০ থেকে বেড়ে ৩০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। আদার দাম ২০০ থেকে বেড়ে ২২০ টাকায় উঠেছে।

মুরগির খুচরা বাজারে ব্রয়লার বেড়ে ১৯০ টাকায় উঠেছে, সোনালী মুরগির দাম কমে ৩০০ টাকায় এবং লেয়ার মুরগির দাম সামান্য কমে ৩১০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

মাছের বাজারে রুই ২৫০, তেলাপিয়া ২২০, বাটা ২০০, পাঙাশ ১৫০, সিলভার ২০০, জিওল ৩৫০, চিংড়ি ৭০০, টেংরা ৮০০ এবং ইলিশ ৬০০-১২০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

ছাগল শুক্রবারে কেজি ১১০০ টাকা, অন্যদিনে ১০০০ টাকা এবং গরু সর্বদা ৭৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

সবজি দোকানদার মহির বলেন, গত কয়েকদিন ধরে সবজির দাম এত বেশি যে ক্রেতারা আগের মতো আর বেশি কিনছেন না। আগে এক ক্রেতা যেখানে ৫০০ টাকার সবজি কিনতেন, এখন ৩০০ টাকার বেশি কিনছেন না। এতে আমাদের বিক্রিও কমে গেছে।

সবজি দোকানদার ফিরোজের বলেন, বর্ষার কারণে সবজি পচে যাচ্ছে, বাজারে মাল আসছে কম। চাহিদা বেশি কিন্তু সরবরাহ কম, তাই দামও বেড়েছে। আগে যেখানে এক ট্রাকে ৫০ বস্তা শাক-সবজি আসতো, এখন ২০-২৫ বস্তার বেশি আসে না।

সবজি দোকানদার মো: অনিক বলেন, বৃষ্টি এবং জিনিসপত্রের দাম বেশি হওয়ায় আশানুরূপ বেচা কেনা হচ্ছে না। অনেক সময় বৃষ্টি হওয়ায় গ্রাম থেকে ট্রলি করে সবজি আনা যায় না, যার ফলে বাজারে পণ্যের সংকট দেখা দেয়।

মুরগি বিক্রেতা জরিহ বলেন, গত সপ্তাহের তুলনায় এই সপ্তাহে ব্রয়লার মুরগির দাম বেড়েছে, কিন্তু সোনালী মুরগির দাম কমেছে। লেয়ার মুরগির দাম মোটামুটি ঠিকই আছে। তবে দাম বাড়লে আমাদেরও সমস্যায় পড়তে হয়, কারণ ক্রেতারা কম কিনতে শুরু করেন।

ক্রেতারা অভিযোগ করেছেন, সব পণ্যের দাম একসঙ্গে বেড়ে যাওয়ায় সংসারের খরচ সামলানো কঠিন হয়ে পড়ছে।

ক্রেতা সোহেল বলেন, আগে ৫০০ টাকায় বাজার করলে ৩-৪ দিন চলে যেতো। এখন ৫০০ টাকায় একদিনেরও বাজার হয় না। সবকিছুর দামই বেড়েছে। বাচ্চাদের জন্য ফল কিনতে গেলে পকেট খালি হয়ে যায়।

ক্রেতা নজমুল বলেন, সবকিছুর দাম এত বেড়েছে যে সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছি। গতকাল যে পেঁয়াজ ৮০ টাকায় কিনলাম, আজ সেটা ৭০ টাকা। এই ওঠানামা আমাদের জন্য খুব কষ্টের।

তহ বাজারের সভাপতি মোঃ হাফিজুর রহমান হাফি বলেন, অতিবৃষ্টির কারণে সবজির উৎপাদন কমে যাওয়ায় আমদানি কমেছে। তবে আজ থেকেই দাম কমতে শুরু করেছে। আশা করি এক সপ্তাহের মধ্যে দাম স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

তিনি আরও জানান, আজ লালশাক পাইকারিতে ৩৮ টাকায় বিক্রি হয়েছে, খুচরায় ৫০ টাকায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই একই লালশাক ২৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

মেহেরপুর-ঢাকা নতুন বিআরটিসি বাস সার্ভিস উদ্বোধন

মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী হয়ে সরাসরি ঢাকা-গাবতলী পর্যন্ত নতুন বিআরটিসি বাস সার্ভিস চালু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে এ বাস সার্ভিসের উদ্বোধন করেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তাজওয়ার আকরাম শাকাপি ইবনে সাজ্জাদ এবং মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: খায়রুল ইসলাম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। এতে মেহেরপুর বিআরটিএ কাউন্টারের ম্যানেজার রাশিদুজ্জামান খাঁন প্রদীপসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিদিন সকাল ৯টা ও রাত ৯টায় মেহেরপুর থেকে দুটি এসি বাস ঢাকার গাবতলীর উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে। জনপ্রতি ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে

৮০০ টাকা।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই মেহেরপুর থেকে সরাসরি ঢাকাগামী যাত্রীদের ভোগান্তি ছিল। এ নতুন বাস সার্ভিস চালু হওয়ায় যাত্রীদের ভ্রমণ এখন আরও সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে।